Interim Report

Preparation of a Draft Updated DTCA Act, & Proposed Organogram, Rules and Regulations

IIFC

Infrastructure Investment Facilitation Company

29/11/2019

Dhaka Transport Coordination Authority (DTCA)

Preparation of a Draft Updated DTCA Act, & Proposed Organogram, Rules and Regulations

Interim Report

Proposed BUTA Act 2019

IIFC প্রদত্ত প্রস্তাবনা

বাংলাদেশ নগর পরিবহন কর্তৃপক্ষ বিল, ২০২০

ঢাকা মহানগরীসহ বাংলাদেশের নগর এলাকায় পরিবহন, এবং গণপরিবহন খাতের সমন্বয়, উন্নয়ন, ব্যবস্থাপনা, ব্যবহার সুরক্ষার লক্ষ্যে এবং পরিবহন ব্যবস্থাকে কৌশলগত পরিকল্পনা গ্রহনের মাধ্যমে আধুনিকীকরণ করিবার নিমিত্তে বিধান প্রণয়নের উদ্দেশ্যে আনীত।

যেহেতু, বাংলাদেশের নগর এলাকার পরিবহন এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, গণপরিবহন খাতের সমন্বয়, উন্নয়ন, ব্যবস্থাপনা, ব্যবহার, সুরক্ষার লক্ষ্যে এবং পরিবহন ব্যবস্থাকে কৌশলগত পরিকল্পনা গ্রহনের মাধ্যমে আধুনিকীকরণ, ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১২ (২০১২ সালের ৮নং আইন) রহিতকরণ এবং যেহেতু উল্লেখিত কারণে উহার বিধানাবলী বিবেচনাক্রমে সময়ের চাহিদা প্রতিফলনে সরকারের সিদ্ধান্তের আলোকে বাংলাদেশের উন্নয়নের লক্ষ্যে নগর এলাকার পরিবহন এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, গণপরিবহন, ইত্যাদি সংক্রান্ত নিরাপদ ব্যবস্থা নিশ্চিতকল্পে যুগপোযোগী নতুন আইন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু নিম্নরূপ আইন প্রণয়ন করা হইল-

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম, প্রবর্তন এবং প্রয়োগ। - (১) এই আইন "বাংলাদেশ নগর পরিবহন কর্তৃপক্ষ" আইন, ২০২০ নামে অভিহিত হইবে।

(২) সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা যেই তারিখ নির্ধারন করিবে, সেই তারিখ হইতে ইহা কার্যকর হইবে।

(৩) এই আইনের অন্যত্র ভিন্ন রূপ কিছু নির্ধারিত না থাকিলে, এই আইন সমগ্র বাংলাদেশের নগর এলাকায় প্রয়োগ হইবে।

২। সংজ্ঞা:-বিষয় ও প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোনো কিছু না থাকিলে, এই আইনে:

(ক)**"উন্নয়ন কতৃপক্ষ"** অর্থ শহর উন্নয়নের কার্যাবলী সম্পাদনের দায়িত্বে নিয়োজিত কোন সংস্থা বা কর্তৃপক্ষ;

(খ) **"কর্তৃপক্ষ"** অর্থ ধারা ৪ এর অধীন প্রতিষ্ঠিত "বাংলাদেশ নগর পরিবহন কর্তৃপক্ষ;

(গ)**"কমিটি"** অর্থ ধারা ১৩ এর অধীন গঠিত যেকোন কমিটি বা সাব-কমিটি;

(ঘ) **"গণপরিবহণ"** অর্থ ভাড়ার বিনিময়ে যাত্রী পরিবহণের জন্য ব্যবহৃত বা ব্যবহারের জন্য উপযোগী যেকোনো মোটরযান;

(ঙ)**"চেয়ারম্যান"** অর্থ ধারা ৭ এর অধীন গঠিত কর্তৃপক্ষের পরিচালনা পরিষদের চেয়ারম্যান;

(চ) **"নগর এলাকা"** অর্থ সকল সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা এলাকা এবং সরকার কর্তৃক, সময়ে সময়ে, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা ঘোষিত যে কোনো এলাকাও ইহার অর্ন্তভূক্ত হইবে;

(ছ)**"নির্ধারিত"** অর্থ বিধি বা প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত;

(জ)**"নির্বাহী পরিচালক"** অর্থ ধারা ১৪ এর অধীন নিযুক্তীয় কর্তৃপক্ষের নির্বাহী পরিচালক;

(ঝ)**"পরিকল্পনা"** অর্থ বাংলাদেশের সকল উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, প্রশাসনিক বিভাগ, মহানগর বা জেলার জন্য প্রণীত মাস্টার প্ল্যানের আলোকে বিস্তারিত এলাকাভিত্তিক পরিকল্পনা;

(ঞ)**"পরিচালনা পরিষদ"** অর্থ ধারা ৭ এর অধীন গঠিত পরিচালনা পরিষদ;

(ট) **"পরিবহণ"** অর্থ এই রূপ কোনো বাণিজ্যিক যান, ব্যক্তিগত সেবাযান, পণ্যবাহীযান, বাস, হালকা বা ভারী আর্টিকুলেটেড যান, অসমর্থদের বহনের উপযোগী বিশেষ উদ্দেশ্য যান (Special Purpose Vehicle) বা বিশেষায়িত যান, যেই ক্ষেত্রে টানিয়া লইবার যানটি কোনো মোটরকার এবং সম্মিলন বা কম্বিনেশনটি ব্যক্তিগত দ্রব্যাদি ব্যতীত অন্য কিছু বহনের জন্য ব্যবহৃত হয় এই রূপ কোনো মোটরযান ও ট্রেইলরের সম্মিলন বা কম্বিনেশন, এবং কেবল কৃষি কাজে ব্যবহৃত হয় এইরূপ লোকোমোটিভ বা ট্রাক্টর ব্যতীত অন্য সকল লোকোমোটিভ বা ট্রাক্টর;

(ঠ)**"প্রবিধান"** অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত বিধান;

(ড) **"বিভাগ"** অর্থ ঢাকা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম, খুলনা, রংপুর, সিলেট, বরিশাল ও ময়মনসিংহ বিভাগ এবং সরকার কর্তৃক সময় সময় ঘোষিত যে কোন বিভাগও ইহার অন্তর্ভূক্ত হবে।

(ঢ) **"ব্যক্তি"** অর্থ কোন ব্যক্তি বা কোন প্রতিষ্ঠান, কোম্পানী, সমিতি, অংশীদারী কারবার, ফার্ম বা সাংবিধানিক বা অন্যকোন সংস্থাও উহার অন্তর্ভূক্ত হইবে।

(ণ)**"বিধি"** অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি;

(ত) **"মাস র‍্যাপিড ট্রানজিট"** অর্থ দ্রুতগ্রামী গণপরিবহন;

(থ)**"মোটরযান"** অর্থ কোনো যন্ত্রচালিত যানবাহন বা পরিবহণ যান যাহা সড়ক, মহাসড়ক বা জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত, নির্মাণ বা অভিযোজন করা হয় এবং যাহার চালিকা শক্তি অন্য কোনো বাহ্যিক বা অভ্যন্তরীণ উৎস হইতে সরবরাহ হইয়া থাকে, এবং কোনো কাঠামো বা বডি সংযুক্ত হয় নাই এইরূপ চ্যাসিস ও ট্রেইলারও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে, তবে সংস্থাপিত বা সংযুক্ত রেলের উপর দিয়া চলাচলকারী অথবা একচ্ছত্রভাবে কোনো শিল্প প্রতিষ্ঠান বা কারখানা বা অন্য কোনো নিজস্ব চত্বরে বা অঞ্চলে ব্যবহৃত যানবাহন অথবা মনুষ্য বা পশু দ্বারা চালিত যানবাহন ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে না;

(দ)**"যানবাহন"** অর্থ রাস্তায় ব্যবহার যোগ্য যাত্রী এবং মালামাল স্থানান্তরের জন্য যান্ত্রিক পরিবহন মাধ্যম;

(ধ)**"রিভাইজড স্ট্র্যাটিজিক ট্রান্সপোর্ট প্লান (RSTP)"** অর্থ বাংলাদেশ নগর পরিবহন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রণীত কৌশলগত পরিবহন পরিকল্পনা;

(ন)**"সদস্য"** অর্থ পরিচালনা পরিষদের সদস্য এবং যে কোন কমিটির সদস্যও ইহার অর্ন্তভূক্ত হইবেন;

৩। **আইনের প্রধান্য।**—আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইন, চুক্তি বা আইনের ক্ষমতা সম্পন্ন অন্য কোন দলিলে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের বিধানাবলী প্রধান্য পাইবে।

৪। **কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা।**— (১) সরকার, এই আইন কার্যকর হইবার পর যথা শীঘ্র সম্ভব এই আইনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, "বাংলাদেশ নগর পরিবহন কর্তৃপক্ষ" নামে একটি কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা করিবে।

(২) কর্তৃপক্ষ একটি সংবিধিবদ্ধ সরকারি সংস্থা হইবে এবং ইহার স্থায়ী ধারাবাহিকতা ও একটি সাধারণ সীলমোহর থাকিবে এবং ইহার স্থাবর ও অস্থাবর উভয় প্রকার সম্পত্তি অর্জন করিবার, অধিকারে রাখিবার ও হস্তান্তর করিবার ক্ষমতা থাকিবে এবং ইহার নামে ইহা মামলাদায়ের করিতে পারিবে বা ইহার বিরুদ্ধেও মামলা দায়ের করা যাইবে।

অথবা

(১) সরকার, এই আইন কার্যকর হইবার পর, যথা শীঘ্র সম্ভব, এই আইনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, "বাংলাদেশ নগর পরিবহন কর্তৃপক্ষ" নামে একটি কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা করিবে।

(২) কর্তৃপক্ষ একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হইবে এবং ইহার স্থায়ী ধারাবাহিকতা ও একটি সাধারণ সীলমোহর থাকিবে এবং ইহার স্থাবর ও অস্থাবর উভয় প্রকার সম্পত্তি অর্জন করিবার, অধিকারে রাখিবার ও হস্তান্তর করিবার ক্ষমতা থাকিবে এবং ইহার নামে ইহা মামলাদায়ের করিতে পারিবে বা ইহার বিরুদ্ধেও মামলা দায়ের করা যাইবে।

৫। কর্তৃপক্ষের কার্যালয়।-(১) কর্তৃপক্ষের প্রধান কার্যালয় ঢাকায় থাকিবে। সকল বিভাগীয় শহরে কর্তৃপক্ষ উহার অধস্তন বা শাখা কার্যালয় স্থাপন করিবে।

(২) কর্তৃপক্ষ, প্রয়োজনবোধে, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, বাংলাদেশের যে কোন স্থানে উহার অধঃস্তন বা শাখা কার্যালয় স্থাপন করিতে পারিবে।

৬। কর্তৃপক্ষের পরিচালনা ও প্রশাসন।— (১) কর্তৃপক্ষের কার্যক্রম পরিচালনা ও প্রশাসনের দায়িত্ব পরিচালনা পরিষদের উপর ন্যস্ত থাকিবে;

(২) পরিচালনা পরিষদ উহার কার্যাবলী সম্পাদনের ক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক, সময় সময়, প্রদত্ত নির্দেশনা অনুসরণ করিবে।

৭। পরিচালনা পরিষদের গঠন।-(১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরনকল্পে নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে কর্তৃপক্ষের একটি পরিচালনা পরিষদ থাকিবে, যথাঃ-

(ক) মন্ত্রী, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়, যিনি উহার চেয়ারম্যানও হইবেন;

(খ) মেয়র, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন; যিনি উহার ভাইস-চেয়ারম্যানও হইবেন;

(গ) মেয়র, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন, যিনি উহার ভাইস-চেয়ারম্যানও হইবেন;

(ঘ) মেয়র, নারায়নগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন;

(ঙ) মেয়র, গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন;

(চ) জাতীয় সংসদের স্পীকার কর্তৃক মনোনীত সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয় বিষয়ক সংসদীয় স্থায়ী কমিটির ০৩ (তিন) জন সংসদ-সদস্য;

(ছ) মহাপুলিশ পরিদর্শক, বাংলাদেশ পুলিশ;

(জ) সদস্য, ভৌত অবকাঠামো বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন;

(ঝ) সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ;

(ঞ) সচিব, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়;

(ট) সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়;

(ঠ) সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ;

(ড) সচিব, জন নিরাপত্তা বিভাগ;

(ঢ) সচিব, নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়;

(ণ) সচিব, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়;

(ত) সচিব, সেতু বিভাগ;

(থ) চেয়ারম্যান, রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ;

(দ) চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ;

(ধ) চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন;

(ন) মেযর, মানিকগঞ্জ পৌরসভা;

(প) মেয়র, মুন্সিগঞ্জ পৌরসভা;

(ফ) মেয়র, নরসিংদী পৌরসভা;

(ব) প্রেসিডেন্ট, ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স এ্যান্ড ইন্ডাষ্ট্রিজ

(ভ) সভাপতি, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন শ্রমিক ফেডারেশন;

(ম) সভাপতি, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন সমিতি;

(য) সভাপতি, বাংলাদেশ বাস ট্রাক মালিক সমিতি;

(র) সরকার কর্তৃক মনোনীত সড়ক নিরাপত্তা বিষয়ক একজন বিশেষজ্ঞ প্রতিনিধি;

(ল) সরকার কর্তৃক মনোনীত জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর এর একজন প্রতিনিধি;

(শ) কর্তৃপক্ষের নির্বাহী পরিচালক, যিনি উহার সদস্য-সচিবও হইবেন।

(২) পরিচালনা পরিষদের মনোনীত সদস্যগণের মেয়াদ ৩ (তিন) বছর, তবে মনোনীত কোনো সংসদ সদস্য মেয়াদ শেষ হইবার পূর্বে যে কোনো সময় জাতীয় সংসদের স্পীকার বা, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, উপধারা (১) এর দফা (ব) এবং (ভ,ম এবং য) এ উল্লেখিত মনোনীত কোনো সদস্য সরকার বরাবরে স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে স্বীয় পদত্যাগ করিতে পারিবেন, এবং স্পীকার এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক পদত্যাগ পত্র গৃহীত হইবার তারিখ হইতে সংশ্লিষ্ট পদটি শূন্য হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, জাতীয় সংসদের স্পীকার বা প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সরকার প্রয়োজনবোধে যে কোনো সময় উক্তরূপ মনোনীত যে কোনো সদস্যকে মেয়াদ শেষ হইবার পূর্বে কোনো কারণ না দর্শাইয়া অব্যাহতি প্রদান করিতে পারিবেন।

(৩) পরিচালনা পরিষদ, প্রয়োজনবোধে, সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অভিজ্ঞ কোন ব্যক্তিকে উহার সদস্য হিসাবে কো-অপ্ট করিতে পারিবে।

৮। কর্তৃপক্ষের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।—কর্তৃপক্ষের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হইবে নিম্নরূপ, যথাঃ-

(ক) নগর এলাকায় যানযট নিরসনকল্পে পরিবহন খাতে এতদসংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বা সংস্থার কর্মকান্ড সম্পাদনের ক্ষেত্রে কৌশলগত পরিকল্পনা গ্রহণ এবং আন্তঃকর্তৃপক্ষ সহযোগিতা প্রদান ও সমন্বয় করা;

(খ) গণপরিবহন (Public Transport) সংক্রান্ত নীতি ও পরিকল্পনা বাস্তবায়নে দিক-নির্দেশনা, পরামর্শ ও সহযোগিতা প্রদান করা;

(গ) বাংলাদেশের সার্বিক নগর উন্নয়নের নীতি কৌশলের সংঙ্গে যানবাহন, পরিবহন ও এতদসম্পর্কিত অবকাঠামোর উন্নয়ন পরিকল্পনার সমন্বয় করা;

(ঘ) বাংলাদেশে একটি নিরাপদ সমন্বিত পরিবহন ব্যবস্থা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ব্যক্তি বা সংস্থাকে পরিবহন সংশ্লিষ্ঠ পরামর্শ প্রদান এবং এতদুদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করা।

৯। কর্তৃপক্ষের ক্ষমতা ও কার্যাবলী।—কর্তৃপক্ষের ক্ষমতা ও কার্যাবলী হইবে নিম্নরুপ, যথাঃ-

(ক) নগর এলাকার জন্য পরিবহন ও গণপরিবহন সেক্টরে কৌশলগত মহাপরিকল্পনা, পরিকল্পনা, নীতিমালা ও স্কীম প্রণয়ন এবং অনুমোদন ও উহা বাস্তবায়নের কার্যক্রম মনিটরিং ও সমন্বয়করন;

(খ) সকল প্রকার ব্যক্তি মালিকানাধীন ও সরকারী যানবাহন ব্যবহার নিয়ন্ত্রনের লক্ষ্যে ট্রাভেল ডিমান্ড ম্যানেজম্যান্ট পলিসি (Travel Demand Management Policy) প্রণয়ন এবং উহা বাস্তবানের নির্মিত্তে Landuse zoning, High Occupancy Vehicle-HOV priority, reduction of trip number and length ইত্যাদি কার্যক্রম গ্রহন।

(গ) সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে কার্যকর পরিবহণ ও গনপরিবহণ ব্যবস্থাপনার সুস্পষ্ট দিক-নির্দেশনা প্রদানের মাধ্যমে নিরাপদ ও উন্নত সেবা নিশ্চিতকরণ;

(ঘ) নগর এলাকার জন্য রাস্তার ক্রমোচ্চ শ্রেণীবিভাগ নীতিমালা (Road Hierarchy Policy) প্রণয়ন এবং উহার বাস্তবায়ন;

(ঙ) নগর এলাকার পরিবহন ও পরিবহন অবকাঠামো সংশ্লিষ্ট কোন প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে প্রার্থমিক সম্মতি এবং উহার ধারাবাহিকতায় প্রণীত প্রকল্প প্রস্তাবের উপর ছাড়পত্র প্রদান;

(চ) নগর এলাকায় সংশ্লিষ্ট উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রণীত উন্নয়ন নীতি, কৌশল, ইত্যাদি বিবেচনাক্রমে উক্ত নগরীর রাস্তা, ফুটপাত ও রাস্তা-সংলগ্ন স্থানের ব্যবস্থাপনা-সংক্রান্ত নীতি প্রণয়ন;

(ছ) মহাসড়কে যানবাহন চলাচল নির্বিঘ্ন করার লক্ষ্যে মহাসড়ক অধিগমন ব্যবস্থাপনা নীতি (Highway Access Management Policy) প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;

(জ) রাস্তা ও ফুটপাতে পথচারীদের নিরাপদ চলাচল ও পারাপারের জন্য পথচারী নিরাপত্তা প্রবিধানমালা বা নীতি (Pedestrian Safety Regulation or Policy) প্রণয়ন;

(ঝ) কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নির্মিতব্য ভবন ও আবাসন প্রকল্প এবং পরিবহন সংশ্লিষ্ট অবকাঠামো প্রকল্পে Transport Impact Assessment (TIA) এর ভিত্তিতে ট্রাফিক সার্কুলেশন প্লান (Traffic Circulation Plan) এবং এতদসংক্রান্ত নকশা অনুমোদন ও ছাড়পত্র প্রদান;

(ঞ) সুষ্ঠু পরিবহন ব্যবস্থায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী অবকাঠামো নির্মানে এবং নির্মিত অবকাঠামো অপসারণে এতদসংশ্লিষ্ট ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান, কর্তৃপক্ষ বা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষকে নির্দেশনা প্রদান;

(ট) যানবাহন ব্যবহারকালে জননিরাপত্তা নিশ্চিত করিবার লক্ষ্যে পরিবহন সংক্রান্ত নিরাপত্তা নীতিমালা (Road Safety Policy) প্রণয়ন; Road safety audit, countermeasure manual প্রণয়ন।

(ঠ) ত্রুটিপূর্ণ যানবাহন চলাচলের কারণে সৃষ্ট পরিবেশ দূষণ রোধে সকল শ্রেণী ও প্রকারের যানবাহনের পরিবেশ সংক্রান্ত বিধিবিধান বাস্তবায়ন মনিটর করা এবং প্রয়োজনে দিক-নির্দেশনা প্রদান;

(ড) নগর পরিবহন সংক্রান্ত লাইসেন্স, কর, ফি, চার্জ ইত্যাদি আরোপসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক বিষয়ে সরকার বরাবর সুপারিশ প্রদান।

(ঢ) নগর এলাকায় বাস্তবায়নার্থে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রণীত যানবাহন, পরিবহন ও গণপরিবহন ইঞ্জিনিয়ারিং স্কীম পর্যালোচনা এবং উহা অনুমোদন;

(ণ) যানযট নিরসনসহ যানচলাচল নির্বিঘ্ন করতঃ সুষ্ঠু পার্কিং ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে পার্কিং নীতি, গাইডলাইন বা প্রবিধানমালা প্রণয়ন;

(ত) যানবাহন ও গণপরিবহনের পার্কিং সুবিধার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বা সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রস্তাবিত পার্কিং প্লান ও যানবাহন চলাচলের নক্সা অনুমোদন;

(থ) যানজট নিরসন ও পথচারী চলাচলের সুবিধার্থে হকার ব্যবস্থাপনা নীতি (Hawker Management Policy) প্রণয়ন;

(দ) সুষ্ঠু পরিবহন ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে নগর এলাকায় চলাচলকৃত বিভিন্ন শ্রেণীর পরিবহনের সংখ্যা ও প্রকৃতি নির্ধারণ;

(ধ) সুষ্ঠু পরিবহন ব্যবস্থাপনা ও যাত্রীসেবা নিশ্চিত করিবার নিমিত্ত টার্মিনাল, ডিপো, ইত্যাদি স্থাপনার বিষয়ে নীতি ও কৌশল নির্ধারণ, পরিকল্পনা প্রণয়ন, প্রকল্প অনুমোদন ও বাস্তবায়ন;

(ন) পরিবহন খাতের জন্য দক্ষ জনশক্তি তৈরির উদ্দেশ্যে প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত নীতি ও পরিকল্পনা প্রণয়ন; ও প্রশিক্ষণ প্রদান

(প) পরিবহন ও গণপরিহন সংশ্লিষ্ট বিষয়ে গণসচেতনতা সৃষ্টি করার লক্ষ্যে প্রচারণা ও তথ্য বিনিময়করণ;

(ফ) বিভিন্ন পরিবহন, গণপরিবহন, দ্রুতগামী গণপরিবহন বা Mass Rapid Transit (MRT) রুটের পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং রুট ও লেন নির্ধারণ;

(ব) দ্রুতগামী গণপরিবহনের যাত্রীদের নির্বিঘ্ন ও নিরাপদ চলাচল নিশ্চিতকরণে Transit Oriented Devolopment (TOD) নীতি প্রণয়ন এবং উহার প্রয়োগ নিশ্চিতকরণ;

(ভ) অযান্ত্রিক (Non-Motorized Tansport -NMT) ও ব্যাটারী চালিত যানবাহনের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে নীতিমালা ও গাইডলাইন প্রণয়ন;

(ম) মটর সাইকেল চলাচলের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে নীতিমালা ও গাইডলাইন প্রণয়ন;

(য) নগর এলাকার নৌ-পরিবহন (নদী-বন্দর, ল্যান্ডিং স্টেশন এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সমুদ্র বন্দর) ও বিমানবন্দরের সহিত

MRT, BRT, Bus Route Rationalization [illegible]

সড়ক বা রেল সংযোগ স্থাপনের লক্ষ্যে সমন্বিত পরিকল্পনা প্রণয়ন;

(র) দ্রুত ও উন্নত সেবা প্রদানের লক্ষ্যে দ্রুতগামী গণপরিবহন ব্যবস্থার আওতায়, মেট্রোরেল, বাস র‌্যাপিড ট্রানজিট, এবং রুট ভাড়া অথবা লীজ প্রদানের মাধ্যমে (রুট ফ্রাঞ্চাইজ) বাস বা রেল (মেট্রো/মনো/সার্কুলার/কমিউটার) বা এক্সপ্রেসওয়ে (উচ্চ ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন লেন) পরিচালনার জন্য সরকারী, বেসরকারী অথবা সরকারি-বেসরকারি যৌথ মালিকানায় বা যৌথ অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে পরিবহন পরিচালনার অবকাঠামো উন্নয়ন কার্যক্রম, ভাড়া নির্ধারণ এবং এতদসংক্রান্ত অন্যান্য কাজের জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও অনুমোদন;

[illegible]

(ল) মেট্রোরেল, মনোরেল, বিআরটি, এক্সপ্রেসওয়ে, নৌ-রুট ইত্যাদি পরিচালনার জন্য কারিগরি মান নির্ধারণসহ সরকারী এবং বেসরকারী সংস্থার সাথে চুক্তি সম্পাদন এবং চুক্তির শর্ত অনুযায়ী লাইসেন্স প্রদান, কারিগরী মান তদারকী, ভাড়া নির্ধারণ, অপারেশন ও নিরাপত্তা মান পরীবিক্ষণ;

(শ) ক্লিয়ারিং হাউজ এবং স্মার্ট কার্ড (Rapid Pass) এর মাধ্যমে প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, গণপরিবহনের ভাড়া যাত্রীদের নিকট হইতে আদায় এবং ব্যয়ন;

(ষ) সমন্বিত ইউটিলিটি ম্যাপ সংরক্ষণ ও হালনাগাদকরণ এবং নগর পরিবহন খাতে সমাপ্ত প্রকল্পসমূহের এজবিল্ট (As Built) ড্রয়িং সংগ্রহ ও সংরক্ষণ;

(স) কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পরিবহন সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনে যে কোন প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন;

(হ) উপরিউক্ত কোন বিষয়ের সহিত প্রাসঙ্গিক অন্য যে কোনো বা সকল কাজ মনিটরিং, বাস্তবায়ন ও সম্পাদন।

১০। পরিচালনা পরিষদের সভা।- (১) উপ-ধারা (২) এর বিধান সাপেক্ষে পরিচালনা পরিষদ উহার সভার কার্যপদ্ধতি নির্ধারন করিতে পারিবে।

(২) পরিচালনা পরিষদের সকল সভা চেয়ারম্যান কর্তৃক নির্ধারিত স্থান, সময় ও তারিখে উহার সদস্য-সচিব কর্তৃক আহত হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, প্রতি বৎসর কমপক্ষে ৩ (তিন) বার সভা অনুষ্ঠিত হইবে, তবে জরুরী প্রয়োজনে যে কোন সময় সভা আহবান করা যাইবে।

(৩) সভায় পরিচালনা পরিষদের চেয়ারম্যান হইবেন সভার সভাপতি। তবে তাঁহার অনুপস্থিতিতে তাঁহার অনুমতিক্রমে ১ নং ভাইস-চেয়ারম্যান এবং উভয়ের অনুপস্থিতে ২ নং ভাইস-চেয়াম্যান সভার সভাপতিত্ব করিবেন।

(৪) পরিচালনা পরিষদের সভায় কোরামের জন্য উহার মোট সদস্য সংখ্যার অন্যূন এক তৃতীয়াংশ সদস্যের উপস্থিতির প্রয়োজন হইবে, তবে মূলতবি সভার ক্ষেত্রে কোন কোরামের প্রয়োজন হইবে না।

(৫) পরিচালনা পরিষদের সভায় প্রত্যেক সদস্যের একটি করিয়া ভোট থাকিবে এবং ভোটের সমতার ক্ষেত্রে সভায় সভাপতিত্বকারী সদস্যের দ্বিতীয় বা নির্ণায়ক ভোট প্রদানের ক্ষমতা থাকিবে।

(৬) শুধুমাত্র কোনো সদস্য পদে শূন্যতা বা পরিচালনা পরিষদ গঠনের কোন ত্রুটি থাকিবার কারণে পরিচালনা পরিষদের কোন কার্য বা কার্যধারা অবৈধ হইবেনা এবং তৎসম্পর্কে কোনো প্রশ্নও উত্থাপন করা যাইবে না।

১১। আমন্ত্রিত সদস্য।— এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে পরিচালনা পরিষদ, বা ক্ষেত্রমত, এই আইনের অধীন গঠিত কোন কমিটির সদস্য নহে অথবা সভার আলোচ্য বিষয়ে সংশ্লিষ্টতা বা অভিজ্ঞতা রহিয়াছে এমন কোন ব্যক্তি, পরিচালনা পরিষদ, বা ক্ষেত্রমত, কমিটি কর্তৃক আমন্ত্রিত হইলে তিনি পরিচালনা পরিষদের, বা ক্ষেত্রমত, সংশ্লিষ্ট কমিটির সভায় উপস্থিত

থাকিবেন এবং আলোচনায় অংশগ্রহণ ও মতামত প্রকাশ করিবার অধিকারী হইবেন, তবে তাহার কোন ভোটাধিকার থাকিবে না।

১২। **বিশেষজ্ঞ পুল গঠন।**– (১) কর্তৃপক্ষ এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে উহার কার্য পরিচালনায় সহায়তা ও পরামর্শ প্রদানের জন্য পরিবহন বিষয়ক বিশেষজ্ঞগনের সমন্বয়ে একটি বিশেষজ্ঞ পুল গঠন করিতে পারিবে।

(২) বিশেষজ্ঞ পুলের গঠন, কাঠামো, কার্যপরিধি, সম্মানী ও আনুষঙ্গিক বিষয়াদি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত হইবে।

১৩। **কমিটি, সাব কমিটি ইত্যাদি।**– কর্তৃপক্ষ এই আইনের উদ্দশ্য পূরণকল্পে সুস্পষ্ট দায়িত্ব পালনের জন্য কর্তৃপক্ষ বা অন্য কোন মন্ত্রণালয়, বিভাগ বা সংস্থার কর্মচারীর সমন্বয়ে প্রয়োজনীয় সংখ্যক কমিটি বা সাব কমিটি গঠণ করিতে পারিবে এবং উক্তরুপ কমিটি বা সাব কমিটির কার্যপরিধি বিধি বা আদেশ দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

১৪। **নির্বাহী পরিচালক।**- (১) কর্তৃপক্ষের একজন নির্বাহী পরিচালক থাকিবেন।

(২) নির্বাহী পরিচালক সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন এবং তাঁহার চাকুরীর শর্তাদি সরকার কর্তৃক স্থিরীকৃত হইবে।

(৩) নির্বাহী পরিচালক কর্তৃপক্ষের সার্বক্ষণিক মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা হইবেন এবং তিনি পরিচালনা পরিষদের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য দায়ী থাকিবেন।

(৪) নির্বাহী পরিচালকের পদ শূন্য হইলে কিংবা অনুপস্থিতি, অসুস্থতা বা অন্য কোন কারণে তিনি তাঁহার দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হইলে উক্ত শূন্য পদে নবনিযুক্ত নির্বাহী পরিচালক কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত ,অথবা নির্বাহী পরিচালক পুনরায় স্বীয়-দায়িত্ব পালনে সমর্থ না হওয়া পর্যন্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক মনোনীত জ্যৈষ্ঠ অতিরিক্ত নির্বাহী পরিচালক নির্বাহী পরিচালক রূপে দায়িত্ব পালন করিবেন।

১৫। **কর্তৃপক্ষের কর্মচারী নিয়োগ, ইত্যাদি।**–১। কর্তৃপক্ষ উহার কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের উদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক অনুমোদিত সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী কর্মচারী নিয়োগ করিতে পারিবে;

২। কর্তৃপক্ষের কর্মচারীগণ প্রজাতন্ত্রের কর্মচারী বলিয়া গণ্য হইবেন;

৩। কর্তৃপক্ষের সকল কর্মচারী নিয়োগ ও চাকুরির শর্তাবলী নিয়োগ বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

৪। কর্তৃপক্ষ উহার কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় সংখ্যক পরামর্শক/উপদেষ্টা নিয়োগ করিতে পারিবে এবং তাহাদিগের চাকুরির শর্তাবলী আদেশ দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

অথবা

১। কর্তৃপক্ষ উহার কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের উদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক অনুমোদিত সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী নিয়োগ করিতে পারিবে;

২। কর্মচারীগণ কর্তৃপক্ষের কর্মচারী বলিয়া গণ্য হইবেন;

৩। কর্তৃপক্ষের সকল কর্মচারী নিয়োগ চাকুরির শর্তাবলী প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

৪। কর্তৃপক্ষ উহার কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় সংখ্যক পরামর্শক/উপদেষ্টা নিয়োগ করিতে পারিবে এবং তাহাদিগের চাকুরির শর্তাবলী আদেশ দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

১৬। **কর্তৃপক্ষের তহবিল।**- (১) কর্তৃপক্ষের একটি তহবিল থাকিবে এবং উহাতে নিম্নবর্ণিত অর্থ জমা হইবে, যথাঃ

(ক) সরকার কর্তৃক প্রদত্ত মঞ্জুরী;

(খ) স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান;

(গ) সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে গৃহীত ঋণ;

(ঘ) কর্তৃপক্ষের সম্পত্তি বিক্রয়লব্ধ অর্থ;

(ঙ) কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত লাইসেন্স ফি, কর, চার্জ, ইত্যাদি;

(চ) অন্য কোন বৈধ উৎস হইতে প্রাপ্ত অর্থ।

(২) এই তহবিল কর্তৃপক্ষের নামে কোনো তফসিলি ব্যাংকে জমা রাখিতে হইবে এবং প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে এই তহবিল পরিচালিত হইবে।

তবে শর্ত থাকে যে, প্রবিধানমালা প্রণয়ন না হওয়া পর্যন্ত নির্বাহী পরিচালক কর্তৃক নির্ধারিত প্রদ্ধতিতে এই তহবিল পরিচালিত হইবে।

(৩) তহবিল হইতে কর্তৃপক্ষের প্রয়োজনীয় ব্যয়-নির্বাহ করা হইবে।

(৪) কর্তৃপক্ষ তহবিলের অর্থ বা উহার অংশ বিশেষ সরকার কর্তৃক অনুমোদিত কোন খাতে বিনিয়োগ করিতে পারিবে।

১৭। চুক্তি সম্পাদন।—কর্তৃপক্ষ উহার কার্যাবলী সম্পাদনের লক্ষ্যে যে কোন ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার সহিত চুক্তি সম্পাদন করিতে পারিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, কোনো বিদেশী বা আর্ন্তজাতিক সংস্থার সহিত চুক্তি সম্পাদনের ক্ষেত্রে সরকারের পূর্বানুমোদন গ্রহন করিতে হইব।

১৮। ঋণ গ্রহনের ক্ষমতা।— (১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে কর্তৃপক্ষ, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, যেকোন ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান অথবা দেশী বা বিদেশী যে কোন বৈধ উৎস হইতে ঋণ গ্রহন করিতে পারিবে।

(২) কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সরকারের নিকট হইতে সরকারের জামিন দায়িত্বে কোন ঋণ গ্রহণ করা হইলে, উক্ত ঋণের শর্তাবলী সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হইবে।

১৯। প্রকল্প গ্রহণে কর্তৃপক্ষের অনুমতি গ্রহন।— (১) কর্তৃপক্ষের অনুমতি বা ছাড়পত্র গ্রহণ ব্যতিরেকে কোন ব্যক্তি, সংস্থা বা প্রতিস্ঠান নগর পরিবহন খাতে কোন উন্নয়নমূলক প্রকল্প গ্রহণ করিতে পারিবে না।

(২) কর্তৃপক্ষ মহাপরিকল্পনার ভিত্তিতে ইহার আওতাভূক্ত কোন এলাকার জন্য নির্ধারিত পদ্ধতিতে প্রকল্প প্রস্তুত করিয়া উহা অনুমোদনের জন্য সরকারের নিকট পেশ করিবে।

২০। অন্যান্য কর্তৃপক্ষের প্রতি নির্দেশনা, ইত্যাদি।— (১) কর্তৃপক্ষ, সময় সময়, পরিবহণ ব্যবস্থাপনার সহিত প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট কোন কর্তৃপক্ষ, সংস্থা বা ব্যক্তিকে পরিবহন, যানবাহন, মোটরযান, গণপরিবহনসহ এই আইনে নির্দিষ্টকৃত কার্যাবলী গুণগতমান সংক্রান্ত বিষয়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করিতে পারিবে এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ, সংস্থা বা ব্যক্তি উক্ত নির্দেশনা অনুযায়ী কার্য সম্পাদন করিতে বাধ্য থাকিবে।

(২) কর্তৃপক্ষ এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে অন্য যে কোন কর্তৃপক্ষ, সংস্থা বা ব্যক্তির নিকট প্রয়োজনীয় সহায়তা যাচনা করিতে পারিবে এবং উক্ত কর্তৃপক্ষ, সংস্থা বা ব্যক্তি কর্তৃপক্ষের উক্তরুপ সহায়তা প্রদান করিতে বাধ্য থাকবে।

(৩) সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, বিভাগ, কর্পোরেশন বা সংস্থার সহযোগিতা - সরকার, প্রয়োজনে, এই আইনের যথাযথ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করিবার নিমিত্তে কর্তৃপক্ষের পরামর্শক্রমে, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ, অধিদপ্তর, দপ্তর, কর্পোরেশন, সংস্থা এবং স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসহ সংশ্লিষ্ট সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার মধ্যে সহযোগিতার ক্ষেত্র এবং উহাদের দায়-দায়িত্ব সুনির্দিষ্ট করিতে পারিবে।

২১। মোবাইল কোর্টের এখতিয়ার: এ আইনের অন্যান্য ধারায় ভিন্নরূপ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের বিভিন্ন ধারার অধীন অপরাধসমূহ মোবাইল কোর্ট আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৫৯ নং আইন) এর আওতায় প্রযোজ্য হইবে।

২২। ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা। পরিবহন খাতের জন্য দক্ষ জনশক্তি তৈরির উদ্দেশ্যে কর্তৃপক্ষ একটি ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা ও উহার কার্যাবলী নির্ধারণ করিতে পারিবে।

২৩। ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা, সিগনালিং, ইত্যাদি।— কর্তৃপক্ষ ট্রাফিক ব্যবস্থাপনার উন্নয়নে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করিতে পারিবে, যথা- বাংলাদেশ পুলিশকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান, সড়কে প্রয়োজনীয় সাইন ও সিগনালিং স্থাপন, ইত্যাদি।

২৪। পার্কিং নীতি, ইত্যাদি।- কর্তৃপক্ষ যানবাহন, পরিবহন ও গণপরিবহন পার্কিং এর সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে পার্কিং নীতি বা গাইডলাইন ইত্যাদি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

২৫। পরিদর্শন, নির্দেশনা প্রদানের এখতিয়ার ইত্যাদি।— (১) কর্তৃপক্ষ বা তৎকর্তৃক ক্ষমতা প্রাপ্ত কোন কর্মচারী এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, এই আইন বা তদধীন প্রনীত বিধিবিধান অনুসরণক্রমে, পরিবহন অবকাঠামো সংক্রান্ত যে কোনো স্থাপনা, ডিপো, টার্মিনাল, ওয়ার্কশপ, ইত্যাদি যে কোনো সময় পরিদর্শন করিতে এবং এতদসংশ্লিষ্ট যে কোনো নির্দেশনা প্রদান করিতে পারিবে।

(২) কোনো স্থাপনা, ডিপো, টার্মিনাল, ওয়ার্কশপ, ইত্যাদির মালিক বা পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠান উপ-ধারা (১) এর অধীন পরিদর্শনে বাধা প্রদান করিবেন না এবং উক্ত উপ ধারার অধীন প্রদত্ত নির্দেশনা মানিয়া চলিতে বাধ্য থাকিবেন।

২৬। অপরাধ তদন্ত, বিচার ইত্যাদি।— এই আইনের অধীন অপরাধের তদন্ত, বিচার, আপিল, ইত্যাদির ক্ষেত্রে Code of Criminal Procedure 1898 (Act No. V of 1898) এর বিধানাবলি প্রযোজ্য হইবে।

২৭। বার্ষিক বাজেট বিবরণী।— কর্তৃপক্ষ প্রতি বৎসর সরকার কর্তৃক নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পরবর্তী অর্থ বৎসরের বার্ষিক বাজেট বিবরণী সরকারের নিকট পেশ করিবে এবং উহাতে উক্ত অর্থ বৎসরে সরকারের নিকট হইতে কর্তৃপক্ষের কি পরিমান অর্থের প্রয়োজন হইবে উহার উল্লেখ থাকিবে।

২৮। হিসাব রক্ষণ ও নিরীক্ষা।— (১) কর্তৃপক্ষ যথাযথভাবে উহার হিসাব রক্ষণ করিবে এবং হিসাবের বার্ষিক বিবরণী প্রস্তুত করিবে।

(২) প্রত্যেক অর্থ বৎসর শেষ হইবার পরবর্তী ৩ (তিন) মাসের মধ্যে নির্বাহী পরিচালক কর্তৃপক্ষের অভ্যন্তরীন নিরীক্ষা প্রতিবিদেন পরিচালনা পরিষদের সভায় উপস্থাপন করিবেন।

(৩) বাংলাদেশের মহাহিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, অতঃপর মহাহিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক বলিয়া উল্লিখিত প্রতি বৎসর কর্তৃপক্ষের হিসাব নিরীক্ষা করিবেন এবং নিরীক্ষা প্রতিবেদন একটি অনুলিপি সরকার ও কর্তৃপক্ষের নিকট পেশ করিবেন।

(৪) উপ-ধারা (৩) মোতাবেক হিসাব নিরীক্ষার উদ্দেশ্যে মহাহিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক কিংবা তাহার নিকট হইতে এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি কর্তৃপক্ষের সকল রেকর্ড, দলিল দস্তাবেজ, নগদ ও ব্যাংকে গচ্ছিত অর্থ, জামানত, ভান্ডার এবং অন্যবিধ সম্পত্তি পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারিবেন এবং কর্তৃপক্ষের যে কোন সদস্য নির্বাহী পরিচালক এবং কর্তৃপক্ষের অন্যান্য কর্মচারীকে জিজ্ঞাসাবাদ করিতে পারিবেন।

২৯। ক্ষমতা অর্পণ।— পরিচালনা পরিষদ প্রয়োজনবোধে উহার যে কোন ক্ষমতা , এবং নির্ধারিত শর্তসাপেক্ষে চেয়ারম্যান, ভাইস-চেয়ারম্যান বা পরিচালনা পরিষদের অন্য কোনো সদস্য, নির্বাহী পরিচালক বা অন্য কোনো কর্মচারীর নিকট অর্পণ করিতে পারিবে।

৩০। কোম্পানী গঠনের ক্ষমতা। এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, কর্তৃপক্ষ সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, গণপরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়ন ও বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পৃথক কোম্পানী গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করিতে পারিবে।

৩১। আদেশ লঙ্ঘনের জন্য প্রশাসনিক জরিমানা আরোপ, ইত্যাদি।— যদি কোন ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা এই আইনের অধীন প্রদত্ত কোন আদেশ বা নির্দেশ পালন করিতে অস্বীকার করেন বা ব্যর্থ হন, তাহা হইলে, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে ও হারে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার উপর প্রশাসনিক জরিমানা আরোপ করিতে পারিবে।

৩২। প্রশাসনিক জরিমানা, চার্জ, ফি, ইত্যাদি আদায়।— এই আইনের অধীন অনাদায়ী লাইসেন্স, ফি, টোল, প্রশাসনিক জরিমানার অথবা এতদসংশ্লিষ্ট বকেয়া পাওনা Public Demands Recovery Act, 1913 (Act III of 1913) এর অধীন সরকারী দাবী হিসাবে আদায়যোগ্য হইবে।

৩৩। অপরাধ ও দন্ড।— কোন ব্যক্তি কর্তৃক এই আইন বা উহার অধীন প্রনীত বিধি বা প্রবিধান বা আদেশ এর কোন বিধান লঙ্ঘন করা হইলে উহা এই আইনের অধীন একটি অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে এবং তজ্জন্যে অনূর্ধ্ব-১ (এক) বছর বিনাশ্রম কারাদন্ড বা অনধিক ৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাজার) টাকা অর্থদন্ড বা উভয় দন্ডে দন্ডনীয় হইবে।

৩৪। বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা।—এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

৩৫। প্রবিধান প্রণয়নের ক্ষমতা।— এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে কর্তৃপক্ষ সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে এবং সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইন বা ইহার অধীন প্রণীত বিধির সহিত অসামঞ্জস্যপূর্ণ না হয় এই রুপ প্রবিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে।

৩৬। অস্পষ্টতা দূরীকরণ।—এই আইনের কোন বিধান কার্যকর করিবার ক্ষেত্রে অস্পষ্টতা দেখা দিলে সরকার সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা এই আইনের বিধানাবলীর সহিত সঙ্গতিপূর্ণ হওয়া স্বাপেক্ষে উক্ত রুপ অস্পষ্টতা দুর করিতে পারিবে।

৩৭। রহিতকরন ও হেফাজত।— (১) ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১২ (২০১২ সালের ৮নং এবং ২৫ নং আইন), অতঃপর, উক্ত আইন বলিয়া উল্লিখিত, এতদ্বারা রহিত করা হইল।

(২) উপধারা (১) এর অধীন রহিতকরণ স্বত্বেও-

(ক) উক্ত আইনের অধীন প্রতিষ্ঠিত ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ, অতঃপর বিলুপ্ত কর্তৃপক্ষ বলিয়া উল্লিখিত, বিলুপ্ত হইবে;

(খ) এই আইনের অধীন পরিচালনা পরিষদ গঠন না হওয়া পর্যন্ত উক্ত আইনের অধীন গঠিত পরিচালনা পরিষদ এই আইনের অধীন প্রতিষ্ঠিত কর্তৃপক্ষের জাতীয় পরিচালনা পরিষদ হিসেবে গণ্য হইবে;

(গ) উক্ত আইনের অধীন প্রণীত বিধি, প্রবিধান, জারীকৃত কোন আদেশ, বিজ্ঞপ্তি বা প্রজ্ঞাপন, ট্রাফিক সার্কলেশন, স্ট্র্যাটিজিক ট্রান্সপোর্ট প্লান (এসটিপি) প্রদত্ত কোন নোটিশ, গৃহীত কোন ব্যবস্থা অথবা কৃত বা চলমান কোন কাজকর্ম এই আইনের বিধানাবলীর সহিত সামঞ্জস্য পূর্ণ হওয়া সাপেক্ষে রহিত বা সংশোধিত না হওয়া পর্যন্ত বলবৎ থাকিবে এবং এই আইনের সংশ্লিষ্ট ধারার অধীন প্রণীত, জারীকৃত, প্রদত্ত, গৃহীত, কৃত বা চলমান বলিয়া গণ্য হইবে;

(৩) উক্ত আইন রহিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে-

(ক) বিলুপ্ত কর্তৃপক্ষের সকল সম্পদ, অধিকার, ক্ষমতা, কর্তৃত্ব, স্বার্থ, বিনিয়োগ, সকল হিসাব বহি, রেজিস্টার, নথিপত্রসহ সকল দলিলপত্র এই আইনের অধীন প্রতিষ্ঠিত কর্তৃপক্ষের নিকট হস্তান্তরিত ও ন্যস্ত হইবে;

(খ) বিলুপ্ত কর্তৃপক্ষের সকল ঋণ, দায়-দায়িত্ব উহার দ্বারা, উহার পক্ষে বা উহার সহিত সম্পাদিত সকল চুক্তি, যথাক্রমে, এই আইনের অধীন প্রতিষ্ঠিত কর্তৃপক্ষের ঋণ, দায়-দায়িত্ব উহার দ্বারা, উহার পক্ষে বা উহার সহিত সম্পাদিত চুক্তি বলিয়া গণ্য হইবে;

(গ) বিলুপ্ত কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে বা তৎকর্তৃক দায়েরকৃত সকল মামলা এই আইনের অধীন প্রতিষ্ঠিত কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে বা কর্তৃপক্ষ কতৃক দায়েরকৃত মামলা বলিয়া গণ্য হইবে;

(ঘ) বিলুপ্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রণীত স্ট্র্যাটিজিক ট্রান্সপোর্ট প্লান (এসটিপি) এবং রিভাইজড স্ট্র্যাটিজিক ট্রান্সর্পোট প্লান (আরএসটিপি) এমন ভাবে কার্যকর এবং উহাদের আলোকে গৃহীত ব্যবস্থাও কার্যাদি অব্যাহত থাকিবে যেন উহা এই আইনের অধীন প্রতিষ্ঠিত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রণীত, গৃহীত এবং সম্পাদিত আইন গত ডকুমেন্ট এবং কার্যাদি;

(ঙ) বিলুপ্ত কতৃপক্ষের নির্বাহী পরিচালক এবং সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারী তাৎক্ষণিক ভাবে এই আইনের অধীন প্রতিষ্ঠিত কর্তৃপক্ষে স্থানান্তরিত হইবেন এবং তাঁহারা, ক্ষেত্র মত সরকার বা এ আইনের অধীন প্রতিষ্ঠিত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিযুক্ত নির্বাহী পরিচালক ও কর্মচারী বলিয়াগণ্য হইবেন; এবং উক্তরুপ স্থানান্তরের পূর্বে তাহারা যে শর্তে চাকুরিতে নিয়োজিত ছিলেন, সরকার বা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পরিবর্তিত না হওয়া পর্যন্ত সেই একই শর্তে কর্তৃপক্ষের চাকুরিতে নিয়োজিত থাকিবেন;

(চ) বিলুপ্ত কর্তৃপক্ষের তহবিলে জমাকৃত ও সংরক্ষিত অর্থ যেই তফসিলি ব্যাংকে রাখা হইয়াছে উহা এমন ভাবেই সংরক্ষিত ও জমাকৃত বলিয়া গণ্য হইবে যেন উহা এই আইনের অধীন গঠিত তহবিলের সংরক্ষিত ও জমাকৃত অর্থ;

তবে শর্ত থাকে যে, পরিচালনা পরিষদ কর্তৃক সিদ্ধান্ত প্রাপ্তি সাপেক্ষে উহার চলমান তহবিল পরিচালনা পদ্ধতি অব্যাহত থাকিবে এবং তদনুসারে এই আইনের অধীন প্রতিষ্ঠিত কর্তৃপক্ষের যাবতীয় ব্যয় নির্বাহ করা হইবে।

৩৮। ইংরেজীতে অনুদিত পাঠ প্রকাশ।– (১) এই আইন প্রবর্তনের পর সরকার, সরকারি গেজেটে, প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের একটি ইংরেজী অনুদিত নির্ভরযোগ্য পাঠ (Authentic English Text) প্রকাশ করিবে।

(২) বাংলা পাঠ ও উপধারা (১) এর অধীন প্রকাশিত ইংরেজী পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে।

উদ্দেশ্য ও কারণ সম্বলিত বিবৃতি

ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী